بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

(Book# 114/ঋ)
www.motaher21.net

الطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ

তালাক দিতে হবে তিন মাসে তিনবার ।

A divorce is only permissible twice.

সুরা: আল-বাক্বারাহ
আয়াত নং :-২২৯

اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِیْحٌۢ بِاِحْسَانٍ١ؕ وَ لَا یَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّاۤ اٰتَیْتُمُوْهُنَّ شَیْـٴًـا اِلَّاۤ اَنْ یَّخَافَاۤ اَلَّا یُقِیْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ١ؕ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا یُقِیْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ١ۙ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْهِمَا فِیْمَا افْتَدَتْ بِهٖ١ؕ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا١ۚ وَ مَنْ یَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

তালাক দু'বার। তারপর সোজাসুজি স্ত্রীকে রেখে দিবে অথবা ভালোভাবে বিদায় করে দেবে। আর তাদেরকে যা কিছু দিয়েছো বিদায় করার সময় তা থেকে কিছু ফিরিয়ে নেয়া তোমাদের জন্য বৈধ নয়। তবে এটা স্বতন্ত্র, স্বামী-স্ত্রী যদি আল্লাহ নির্ধারিত সীমারেখা রক্ষা করে চলতে পারবে না বলে আশঙ্কা করে, তাহলে এহেন অবস্থায় যদি তোমরা আশঙ্কা করো, তারা উভয়ে আল্লাহ নির্ধারিত সীমার মধ্যে অবস্থান করতে পারবে না, তাহলে স্ত্রীর কিছু বিনিময় দিয়ে তার স্বামী থেকে বিচ্ছেদ লাভ করায় কোন ক্ষতি নেই। এগুলো আল্লাহ নির্ধারিত সীমারেখা, এগুলো অতিক্রম করো না। মূলত যারাই আল্লাহ নির্ধারিত সীমারেখা অতিক্রম করবে তারাই জালেম।

২২৯ নং আয়াতের তাফসীর:

তালাকের পরিচয়:

তালাক অর্থ বন্ধন মুক্ত করা, ছেড়ে দেয়া। শরীয়তের পরিভাষায় তালাক বলা হয়- তালাক ও অনুরূপ শব্দ দ্বারা বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করা।

তালাকের শর্তসমূহ:

প্রাপ্ত বয়স্ক স্বামী তার বৈধ স্ত্রীকে সুস্থ বিবেকে তালাক ও অনুরূপ শব্দ দ্বারা বিবাহ বিচ্ছেদ করবে। স্বামীকে যদি তালাক দিতে বাধ্য করা হয় অথবা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তালাক দেয় তাহলে তালাক হবে না।

তালাক দু'প্রকার:

(১) স্ত্রীর সাথে দৈহিক সম্পর্ক হয়েছে এমন স্ত্রীকে ঐ পবিত্র অবস্থায় তালাক দেয়া যে পবিত্র অবস্থায় দৈহিক সম্পর্ক হয়নি। এটাই হলো সুন্নাতী পদ্ধতি।

(২) যে পবিত্র অবস্থায় দৈহিক সম্পর্ক হয়েছে অথবা ঋতু অবস্থায় তালাক দেয়াকে বিদআতী তালাক বলা হয়। এরূপ অবস্থায় তালাক দিলে তালাক কার্যকর হবে না। (সহীহ বুখারী হা: ৫২৫১)

(الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ)

'তালাক দু'বার'বলতে সে তালাককে বুঝানো হয়েছে যে তালাকে স্বামী ইদ্দতের মধ্যে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার রাখে। আর তার সংখ্যা দু'টি। প্রথমবার এবং দ্বিতীয়বার তালাক দেয়ার পরও স্বামী তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারবে। তবে তৃতীয়বার তালাক দিলে ফিরিয়ে নেয়ার সুযোগ থাকে না।

জাহিলী যুগে তালাক দেয়া ও ফিরিয়ে নেয়ার কোন নির্ধারিত সময়সীমা ছিল না। ফলে নারীর ওপর অত্যাচার করা হত। মানুষ বার বার স্ত্রীকে তালাক দিত আবার মন চাইলে ফিরিয়ে নিত। এভাবে না তাকে রাখত, না ছেড়ে দিত।

আল্লাহ তা'আলা নারীদের ওপর জুলুমের এ পথ বন্ধ করে দিলেন। অপর পক্ষে প্রথমবার ও দ্বিতীয়বারে চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করেননি। তা না হলে যদি প্রথম তালাকেই চির দিনের জন্য বিচ্ছেদের নির্দেশ দিতেন, তাহলে এ থেকে পারিবারিক যেসব সমস্যার সৃষ্টি হত তা কল্পনাতীত। অনেক স্বামী রাগবশতঃ তালাক দিয়ে দেয়, পরে অনুধাবন করতে পারে। সেজন্য আল্লাহ তা'আলা দ্বিতীয়বার পর্যন্ত স্বামীদের চিন্তা করার সুযোগ দিয়েছেন।

তাছাড়া আল্লাহ তা'আলা (طلقتان) (দু'তালাক) বলেননি বরং বলেছেন:

(الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ)

তালাক দুইবার। এর দ্বারা বুঝা যায়, একই সময়ে দুই বা তিন তালাক দেয়া এবং তা কার্যকরী করা আল্লাহ তা'আলার হিকমতের পরিপন্থী। আল্লাহ তা'আলার হিকমতের দাবি হল- একবার তালাক দেয়ার পর প্রথম মাসিক ইদ্দত পূর্ণ করবে এমতাবস্থায় চিন্তা-ভাবনা করবে ফিরিয়ে নেয়া যায় কিনা। যদি ফিরিয়ে না নেয় তারপর অনুরূপ দ্বিতীয় তালাক দেয়ার পর স্বামী চিন্তা ভাবনা করার এবং ত্বরান্বিত ও রাগান্বিত অবস্থায় কৃতকর্ম সম্বন্ধে পুনর্বিবেচনা করার সুযোগ পাবে। আর এ হিকমত এক মজলিসে তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করার মধ্যেও বিদ্যমান থাকে। একই সময়ে দেয়া তিন তালাককে কার্যকরী করে দিলে চিন্তা-ভাবনা করার এবং ভুল সংশোধনের সুযোগ দেয়া থেকে বঞ্চিত করা হয় এবং হিকমাতও অবশিষ্ট থাকে না।

তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন- হয় তালাক প্রত্যাহার করে নিয়ে তার সাথে ভালভাবে সাংসারিক জীবন-যাপন করবে অথবা তৃতীয়বার তালাক দিয়ে সুন্দরভাবে বিদায় করে দেবে।

অতঃপর খোলা তালাকের কথা বলা হচ্ছে- খোলা তালাক হল স্ত্রী স্বামী থেকে পৃথক হতে চাইলে স্ত্রী তার স্বামী কর্তৃক প্রদত্ত মোহরানা ফিরিয়ে দেবে। তবে তা অবশ্যই শরীয়তসম্মত কোন কারণ

থাকতে হবে। যেমন স্বামী সালাত আদায় করে না, স্ত্রীকে বেপর্দা হয়ে চলতে বাধ্য করে ইত্যাদি। এমতাবস্থায় স্বামী যদি স্ত্রীকে পৃথক করে দিতে না চায়, তাহলে আদালত স্বামীকে তালাক দিতে বাধ্য করবে। যদি তালাক না দেয় তাহলে বিবাহ বিচ্ছেদ করে দেবে। অর্থাৎ খোলা তালাকের মাধ্যমে হতে পারে বা বিবাহ বিচ্ছেদ করার মাধ্যমেও হতে পারে। উভয় অবস্থায় ইদ্দত হল এক মাস। (তিরমিযী হা: ১১৮৫, আবূ দাঊদ হা: ২২৩৯, সহীহ)

মহিলাকে এ অধিকার দেয়ার সাথে সাথে এ কথার ওপর শক্ত তাকীদ দেয়া হয়েছে যে, কোন উপযুক্ত কারণ ছাড়া সে যেন তার স্বামীর কাছে তালাক কামনা না করে। যদি সে রকম হয় তাহলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

যে মহিলা তার স্বামীর কাছে কোন সমস্যা ছাড়া তালাক চাইবে তার জন্য জান্নাতের সুগন্ধি পর্যন্ত হারাম। (তিরমিযী হা: ১১৮৭, আবূ দাঊদ হা: ২২২৬, সহীহ)

তারপর ২৩০ নং আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা তৃতীয় তালাকের আলোচনা করেছেন। তৃতীয় তালাক দেয়ার পর স্বামী স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনতে পারবে না, আর পুনরায় বিবাহও করতে পারবে না। তবে হ্যাঁ, স্ত্রী যদি অন্য কোন পুরুষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়, সে পুরুষ স্বেচ্ছায় তাকে তালাক দেয় অথবা স্বামী মারা যায় আর মহিলা যদি প্রথম স্বামীর কাছে ফিরে যেতে চায় তাহলে ঐ প্রথম স্বামী বিবাহ করতে পারবে।

কিন্তু আমাদের দেশে তথাকথিত এক বৈঠকে তিন তালাককে তিন তালাক গণ্য করতঃ হারাম কৌশলের (হিল্লা পদ্ধতির) আশ্রয় গ্রহণ করে প্রথম স্বামীর জন্য বৈধ করে দেয়ার অপচেষ্টা চালায়। এ প্রথা সম্পূর্ণ হারাম। ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেন:

لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَلَّ والمُحَلَلَ لَهُ

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) লা‘নত করেছেন হিল্লাকারী ও যার জন্য হিল্লা করা হয় উভয় ব্যক্তিকে। (তিরমিযী হা: ৮৯৩-৯৪, মিশকাত হা: ৩২৯৬-৯৭, সহীহ)

এ পরিকল্পিত অবৈধ বিবাহের মাধ্যমে মহিলা প্রথম স্বামীর জন্য বৈধ হবে না। এসব আল্লাহ তা‘আলার নির্ধারিত সীমারেখা; অতএব কেউ যেন সীমালঙঘন না করে।

এই ছোট্ট আয়াতটিতে জাহেলী যুগে আরবে প্রচলিত একটি বড় রকমের সামাজিক ত্রুটি সংশোধন করা হয়েছে। তদানীন্তন আরবে এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে অসংখ্য তালাক দিতে পারতো। স্বামী স্ত্রীর প্রতি বিরূপ হয়ে গেলে তাকে বারবার তালাক দিতো এবং আবার ফিরিয়ে নিতো। এভাবে বেচারী স্ত্রী না স্বামীর সাথে ঘর-সংসার করতে পারতো আর না স্বাধীনভাবে আর কাউকে বিয়ে করতে পারতো। কুরআন মজীদের এই আয়াতটি এই জুলুমের পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে। এই আয়াতের দৃষ্টিতে স্বামী একটি বৈবাহিক সম্পর্কের মধ্যে নিজের স্ত্রীকে বড় জোর দু’বার ‘রজঈ তালাক’ দিতে পারে। যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে দু’বার তালাক দেয়ার পর আবার তাকে ফিরিয়ে নিয়েছে সে তার জীবনকালে যখন তাকে তৃতীয়বার তালাক দেব তখন সেই স্ত্রী তার থেকে স্থায়ীভাবে

বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।কুরআন ও হাদীস থেকে তালাকের যে সঠিক পদ্ধতি জানা যায় তা হচ্ছে এইঃ স্ত্রীকে ‘তুহর’ (ঋতুকালীন রক্ত প্রবাহ থেকে পবিত্র)-এর অবস্থায় তালাক দিতে হবে। যদি এমন সময় স্ত্রীর সাথে ঝগড়া হয় যখন তার মাসিক ঋতুস্রাব চলছে তাহলে তখনই তালাক দেয়া সঙ্গত নয়। বরং ঋতুস্রাব বন্ধ হবার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। তারপর এক তালাক দেয়ার পর চাইলে দ্বিতীয় ‘তুহরে’ আর এক তালাক দিতে পারে। অন্যথায় প্রথম তালাকটি দিয়ে ক্ষান্ত হওয়াই ভালো। এ অবস্থায় ইদ্দত অতিক্রান্ত হবার আগে স্বামীর স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার থাকে। আর ইদ্দত শেষ হয়ে যাবার পরও উভয়ের জন্য পারস্পরিক সম্মতির মাধ্যমে পুনর্বার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সুযোগও থাকে। কিন্তু তৃতীয় ‘তুহরে’ তৃতীয়বার তালাক দেয়ার পর স্বামী আর স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার বা পুনর্বার উভয়ের এক সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবার কোন অধিকার থাকে না। তবে একই সময় তিন তালাক দেয়ার ব্যাপারটি যেমন অজ্ঞ লোকেরা আজকাল সাধারণভাবে করে থাকে, শরীয়াতের দৃষ্টিতে কঠিন গোনাহ। নবী সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়া সাল্লাম কঠোরভাবে এর নিন্দা করেছেন। এমনকি হযরত উমর (রা.) থেকে এতদূর প্রমাণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি একই সময় স্ত্রীকে তিন তালাক দিতো তিনি তাকে বেত্রাঘাত করতেন। (তবুও একই সময় তিন তালাক দিলে চার ইমামের মতে তালাক অনুষ্ঠিত হয়ে যাবে কিন্তু তালাকদাতা কঠিন গোনাহের অধিকারী হবে। আর শরীয়াতের দৃষ্টিতে এটি মুগাল্লাযা বা গর্হিত তালাক হিসেবে গণ্য হবে)।

অর্থাৎ মোহরানা, গহনাপত্র ও কাপড়-চোপড় ইত্যাদি, যেগুলো স্বামী ইতঃপূর্বে স্ত্রীকে দিয়েছিল। সেগুলোর কোন একটি ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার তার নেই। এমনিতে কোন ব্যক্তিকে দান বা উপহার হিসেবে কোন জিনিস দিয়ে দেয়ার পর তার কাছ থেকে আবার তা ফিরিয়ে নিতে চাওয়া ইসলামী নৈতিকতার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এই ঘৃণ্য কাজকে হাদীসে এমন কুকুরের কাজের সাথে তুলনা করা হয়েছে যে নিজে বমি করে আবার তা খেয়ে ফেলে। কিন্তু বিশেষ করে একজন স্বামীর জন্য নিজের স্ত্রীকে তালাক দিয়ে তাকে বিদায় করার সময় সে নিজে তাকে এক সময় যা কিছু দিয়েছিল সব তার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে নেয়া অত্যন্ত লজ্জাকর। বিপরীতপক্ষে স্ত্রীকে তালাক দিয়ে বিদায় করার সময় কিছু না কিছু দিয়ে বিদায় করা নৈতিক আচরণ ইসলামী শিখিয়েছে। (৩১ রুকূ’র শেষ আয়াতটি দেখুন)।

শরীয়াতের পরীভাষায় একে বলা হয় ‘খুলা’ তালাক। অর্থাৎ স্বামীকে কিছু দিয়ে স্ত্রী তার কাছ থেকে তালাক আদায় করে নেয়া। এ ব্যাপারে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে ঘরোয়াভাবেই যদি কিছু স্থিরীকৃত হয়ে যায় তাহলে তাই কার্যকর হবে। কিন্তু ব্যাপারটি যদি আদালত পর্যন্ত গড়ায়, তাহলে আদালত কেবল এতটুকু অনুসন্ধান করবে যে, এই ভদ্রমহিলা তার স্বামীর প্রতি যথার্থই এত বেশী বিরূপ হয়ে পড়েছে কিনা যার ফলে তাদের দু’জনের এক সাথে ঘর সংসার করা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে সঠিক অনুসন্ধান চালিয়ে নিশ্চিত হবার পর আদালত অবস্থার প্রেক্ষিতে যে কোন বিনিময় নির্ধারণ করার ক্ষমতা রাখে। এই বিনিময় গ্রহণ করে স্বামীর অবশ্যি তার স্ত্রীকে তালাক দিতে হবে। স্বামী ইতিপূর্বে যে পরিমাণ সম্পদ তার ঐ স্ত্রীকে দিয়েছিল তার চেয়ে বেশী পরিমাণ অর্থ-সম্পদ বিনিময় হিসেবে তাকে ফেরত দেয়া সাধারণত ফকীহগণ পছন্দ করেননি।‘খুলা’ তালাক ‘রজঈ’ নয়। বরং এটি ‘বায়েনা’ তালাক। যেহেতু স্ত্রীলোকটি মূল্য দিয়ে এক অর্থে তালাকটি যেন কিনে নিয়েছে, তাই এই তালাকের পর আবার রুজু করার তথা ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার স্বামীর থাকে না। তবে আবার যদি তারা পরস্পরের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চায়, তাহলে এমনটি করা তাদের জন্য সম্পূর্ণ বৈধ।অধিকাংশ ফিকাহ শাস্ত্রবিদের মতে

‘খুলা’ তালাকের ইদ্দতও সাধারণ তালাকের সমান। কিন্তু আবুদ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ইত্যাদি হাদীসগ্রন্থে এমন বহুতর হাদীস উদ্‌ধৃত হয়েছে যা থেকে জানা যায় যে, নবী ﷺ এক ঋতুকালকে এর ইদ্দত গণ্য করেছিলেন। হযরত উসমান (রা.) এই অনুযায়ী একটি মামলারও ফায়সালা দিয়েছিলেন। (ইবনে কাসীর , ১ম খণ্ড, ২৭৬ পৃষ্ঠা)।

তালাক দিতে হবে তিন মাসে তিনবার

ইসলামের পূর্বে প্রথা ছিলো এই যে, স্বামী যতো ইচ্ছা স্ত্রীকে তালাক দিতো এবং ইদ্দতের মধ্যে ফিরিয়ে নিতো। ফলে স্ত্রীগণ সংকটপূর্ণ অবস্থায় পতিত হয়েছিলো। স্বামী তাদেরকে তালাক দিতো এবং ইদ্দত অতিক্রান্ত হওয়ার নিকটবর্তী হতেই ফিরিয়ে নিতো। পুনরায় তালাক দিতো। কাজেই স্ত্রীদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিলো। ইসলাম এই সীমা নির্ধারণ করে দেয় যে, এভাবে মাত্র দু’টি তালাক দিতে পারবে। الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ তৃতীয় তালাকের পর ফিরিয়ে নেয়ার আর কোন অধিকার থাকবে না। আবূ দাঊদে রয়েছে যে,তিন তালাকের পর স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়া রহিত হয়ে গেছে। (সনদ হাসান। সুনান আবু দাঊদ-২/১৮৫/২২৮১, সুনান নাসাঈ -৬/৫২২/৩৫৫৬)

সুনান নাসাঈ তেও এই বর্ণনাটি উদ্‌ধৃত করা হয়েছে যে, ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) এটাই বলেন। (সুনান নাসাঈ ২/২১২) মুসনাদ ইবনু আবী হাতিম গ্রন্থে রয়েছে যে, এক ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীকে বলেঃ ‘আমি তোমাকে রাখবোও না এবং ছেড়েও দিবো না।’ স্ত্রী বলেঃ ‘কি রূপে?’ সে বলেঃ ‘তোমাকে তালাক দিবো এবং ইদ্দত শেষ হওয়ার আগেই ফিরিয়ে নিবো। আবার তালাক দিবো এবং ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বে পুনরায় ফিরিয়ে নিবো। এরূপ করতেই থাকবো।’ এ মহিলাটি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর নিকট উপস্থিত হয়ে তার এই দুঃখের কথা বর্ণনা করে। তখন এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (তাফসীর ইবনু আবী হাতিম২/৭৫৪, তাফসীর তাবারী ৪/৫৩৯) অতএব তৃতীয় তালাকের পর স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে স্বামীর কোন অধিকার থাকলো না এবং তাদেরকে বলা হলো দুই তালাক পর্যন্ত তোমাদের অধিকার রয়েছে যে, সংশোধনের উদ্দেশে তোমরা তোমাদের স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিবে যদি তারা ইদ্দতের মধ্যে থাকে এবং তোমাদের এটাও অধিকার রয়েছে যে, তোমরা তাদের ইদ্দত অতিক্রান্ত হতে দিবে এবং তাদেরকে ফিরিয়ে নিবে না, যাতে তারা নতুনভাবে বিয়েরযোগ্য হয়ে যায়। আর যদি তৃতীয় তালাক দেয়ারই ইচ্ছা করো তাহলে সদ্ভাবে তালাক দিবে। তাদের কোন হক নষ্ট করবে না, তাদের ওপর অত্যাচার করবে না এবং তাদের কোন ক্ষতি করবে না।

‘আলী ইবনু আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ যখন কেউ তার স্ত্রীকে দ্বিতীয় বার তালাক দেয় সে যেন তৃতীয় তালাক প্রদানের সময় মহান আল্লাহ্‌কে ভয় করে। হয় সে তাকে তার কাছে রেখে দিবে এবং তার প্রতি দয়ার্দ্র হবে, অন্যথায় তার প্রতি দয়া পরবশ হবে এবং তার কোন অধিকারকে বাধাগ্রস্ত করবে না। (তাফসীর তাবারী ৪/৫৪৩)

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -কে জিজ্ঞেস করেঃ ‘হে মহান আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ! এই আয়াতে তো দুই তালাকের কথা বর্ণিত হয়েছে,তৃতীয় তালাকের বর্ণনা কোথায় রয়েছে?’ তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ ﴿أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ ‘সদ্ভাবে পরিত্যাগ করতে হবে।’ (২ নং সূরাহ বাকারাহ, আয়াত নং২২৯) এর মধ্যে রয়েছে।’ (হাদীস টি মুরসাল। তাফসীর তাবারী -৪/৫৪৫/৪৭৯২, ৪৭৯৩,

তাফসীরে ‘আব্দুর রাযযাক-১/১০৬/২৮৩, মুসান্নাফ ‘আব্দুর রাযযাক-৬/৩৩৭, ৩৩৮, সুনান বায়হাক্বী-৭/৩৪০)

মোহর ফিরিয়ে নেয়া

মহান আল্লাহ্ বলেনঃ ﴿وَ لَا یَحِلُّ لَکُمۡ اَنۡ تَاۡخُذُوۡا مِمَّاۤ اٰتَیۡتُمُوۡهُنَّ شَیۡـًٔا﴾ ‘আর তোমাদের পক্ষে তাদের দেয়া মালের কিছুই ফিরিয়ে নেয়া জায়িয হবে না।’ অর্থাৎ যখন তৃতীয় তালাক দেয়ার ইচ্ছা করবে তখন স্ত্রীকে তালাক গ্রহণে বাধ্য করার উদ্দেশ্যে তার জীবন সংকটময় করা এবং তার প্রতি কঠোরতা অবলম্বন করা স্বামীর জন্য হারাম। যেমন কুর’আন মাজীদে রয়েছেঃ

﴿وَ لَا تَعۡضُلُوۡهُنَّ لِتَذۡهَبُوۡا بِبَعۡضِ مَاۤ اٰتَیۡتُمُوۡهُنَّ اِلَّاۤ اَنۡ یَّاۡتِیۡنَ بِفَاحِشَۃٍ مُّبَیِّنَۃٍ﴾

‘আর প্রকাশ্য অশ্লীলতা ব্যতীত তোমরা তাদেরকে যা প্রদান করেছো এর কিয়দাংশ গ্রহণের জন্য তাদেরকে প্রতিরোধ করো না।’ (৪ নং সূরাহ নিসা, আয়াত নং ১৯)
তবে স্ত্রী যদি খুশি মনে কিছু দিয়ে তালাক প্রার্থনা করে সেটা অন্য কথা। যেমন অন্য স্থানে রয়েছেঃ ﴿فَاِنۡ طِبۡنَ لَکُمۡ عَنۡ شَیۡءٍ مِّنۡهُ نَفۡسًا فَکُلُوۡهُ هَنِیۡٓـًٔا مَّرِیۡٓـًٔا﴾
‘কিন্তু যদি তারা সন্তুষ্ট চিত্তে কিয়দাংশ প্রদান করে তাহলে সঠিক বিবেচনা মতে তৃপ্তির সাথে ভোগ করো।’ (৪নং সূরাহ নিসা, আয়াত নং৪৫)

‘খোলা তালাক’ এবং মোহর ফিরিয়ে দেয়া

যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মতানৈক্য বেড়ে যায় এবং স্ত্রী স্বামীর প্রতি সন্তুষ্ট না থাকে এবং তার হক আদায় না করে, এরূপ অবস্থায় যদি সে তার স্বামীকে কিছু প্রদান করে তালাক গ্রহণ করে তাহলে তার দেয়াতে এবং স্বামী কর্তৃক তা গ্রহণ করে নেয়াতে কোন পাপ নেই। এটাও মনে রাখার বিষয় যে, স্ত্রী যদি বিনা কারণে তার স্বামীর নিকট ‘খোলা তালাক’ প্রার্থনা করে তাহলে সে অত্যন্ত পাপী হবে।

কখনো কখনো এমন হয় যে, মহিলারা কোন যথাযথ কারণ ছাড়াই বিয়ে ভেঙ্গে দিতে চায় এবং তালাকের জন্য বলতে থাকে। এ ব্যাপারে ইবনু জারীর (রহঃ) সাওবান (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقَهَا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ.

‘যে স্ত্রী বিনা কারণে তার স্বামীর নিকট তালাক প্রার্থনা করে তার জন্য জান্নাতের সুগন্ধিও হারাম। (হাদীসটি সহীহ। তাফসীর তাবারী -৪/৫৬৯/৪৮৪৩, ৪৮৪৪, সুনান আবূ দাউদ-২/২৬৮/২২২৬, জামি‘তিরমিযী ৩/493/১১87, মুসনাদ আহমাদ - ৫/২৭৭, সুনান ইবনু মাজাহ-১/৬৬২/২০৫৫, সুনান দারিমী-২/২১৬/২২৭০, সহীহ ইবনু হিব্বান-৬/১৯১) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। একটি বর্ণনায় রয়েছেঃ

لَا تسألُ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ كُنْهِه فَتَجِدَ رِيحَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لُيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا.

‘কোন স্ত্রী যেন তার স্বামীর নিকট বিনা প্রয়োজনে তালাক কামনা না করে। করলে সে জান্নাতের সুগন্ধি পাবে না। অথচ জান্নাতের সুগন্ধি চল্লিশ বছরের পথের দূরত্ব হতেও এসে থাকে।’ (হাদীসটি য‘ঈফ। সুনান ইবনু মাজাহ-১/৬৬২/২০৫৪) অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, এরূপ স্ত্রী বিশ্বাসঘাতিনি। (সনদটি য‘ঈফ। তাফসীর তাবারী -৪/৫৬৮/৪৮৪২, আল মাজমা‘উযযাওয়ায়িদ-৫/৫) পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ইমামগণের একটা বিরাট দলের ঘোষণা এই যে, খোলা‘ শুধু মাত্র ঐ অবস্থায় রয়েছে যখন অবাধ্যতা ও দুষ্টমি শুধুমাত্র স্ত্রীর পক্ষ থেকে হবে। ঐ সময় স্বামী মুক্তিপণ নিয়ে ঐ স্ত্রীকে পৃথক করে দিতে পারে। যেমন আল কুর’আনের এই আয়াতটির মধ্যে রয়েছে। এই অবস্থায় ছাড়া অন্য কোন অবস্থায় খোলা‘ বৈধ নয়। এমনকি ইমাম মালিক (রহঃ) বলেন যে, যদি স্ত্রীকে কষ্ট দিয়ে এবং তার হক কিছু নষ্ট করে স্বামী তাকে বাধ্য করে তার নিকট হতে কিছু গ্রহণ করে তবে তা ফিরিয়ে দেয়া ওয়াজিব। ইমাম শাফি‘ঈ (রহঃ) বলেন যে, মতানৈক্যের সময় যখন কিছু গ্রহণ করা বৈধ তখন মতৈক্যের সময় বৈধ হওয়ায় কোন অসুবিধার কারণ থাকতে পারে না। বাকর ইবনু ‘আবদুল্লাহ (রহঃ) বলেন যে, কুর’আন মাজীদের নিম্নের আয়াতটি দ্বারা খোলা‘ রহিত হয়ে গেছে। আর তা হলোঃ واتيتم احداهن قنطارا فلا تا خذوا منه شيئا অর্থাৎ, তোমরা যদি তাদের কাউকে ধনভাণ্ডারও দিয়ে থাকো তথাপি তা হতে কিছু গ্রহণ করো না। (৪ নং সূরাহ আন নিসা, আয়াত-২০) কিন্তু এই উক্তিটি দুর্বল ও বর্জনীয়। (তাফসীর তাবারী)

সবাবুন নুযূল

আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার কারণ এই যে, মুওয়াত্তা ইমাম মালিকে রয়েছেঃ ‘হাবীবা বিনতি সাহল আনসারিয়া’ (রাঃ) সাবিত ইবনু কায়িস ইবনু শামাস (রাঃ) -এর স্ত্রী ছিলেন। একবার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফজরের সালাতের জন্য অন্ধকার থাকতেই বের হোন। দরজার ওপর হাবীবা বিনতি সাহল (রাঃ) -কে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করেন, ‘কে তুমি?’ তিনি বলেনঃ ‘আমি সাহলের কন্যা হাবীবা’। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ ‘খবর কি?’ তিনি বলেনঃ ‘আমি সাবিত ইবনু কায়িস (রাঃ) -এর স্ত্রী রূপে থাকতে পারি না।’ এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নীরব হয়ে যান। অতঃপর তার স্বামী সাবিত ইবনু কায়িস (রাঃ) আগমন করলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বলেনঃ ‘হাবীবা বিনতি সাহল (রাঃ) কিছু বলেছে।’ হাবীবা (রাঃ) বলেনঃ ‘হে মহান আল্লাহ্র রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তিনি আমাকে যা কিছু দিয়েছেন তা সবই আমার নিকট বিদ্যমান রয়েছে এবং আমি ফিরিয়ে দিতে প্রস্তুত রয়েছি।’ তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাবিত (রাঃ) -কে বলেন, ‘ঐ গুলো গ্রহণ করো।’ সাবিত ইবনু কায়িস (রাঃ) সেগুলো গ্রহণ করেন এবং হাবীবা (রাঃ) মুক্ত হয়ে যান।’ (হাদীসটি সহীহ। মুওয়াত্তা ইমাম মালিক-২/৫৬৪/৩১, মুসনাদ আহমাদ -৬/৪৩৩, সুনান আবু দাঊদ-২/৬৬৮/২২২৭, সুনান নাসাঈ -৬/৪৮১/৩৪৬২, সুনান দারিমী-২/২১৬/২২৭১, সুনান বায়হাক্বী-৭/৩১২-৩১৩)

অন্য একটি হাদীসে ‘আয়িশাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হাবীবা বিনতি সাহল (রাঃ) সাবিত ইবনু কায়িস ইবনু শামাস (রাঃ) -এর স্ত্রী ছিলেন। সাবিত (রাঃ) তাঁকে প্রহার করেন, ফলে তার কোন একটি হাড় ভেঙে যায়। তখন তিনি ফজরের পরে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর নিকট উপস্থিত হয়ে স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাবিত (রাঃ) -কে ডেকে পাঠিয়ে বলেন, তোমার স্ত্রীর কিছু মাল গ্রহণ করো এবং তাকে পৃথক করে দাও। সাবিত (রাঃ) বলেন, হে মহান আল্লাহ্র রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ! এটা আমার জন্য বৈধ হবে কি? তিনি বলেন হ্যাঁ। সাবিত (রাঃ) বলেন, আমি তাকে দু’টি বাগান

দিয়েছি এবং সেগুলো তার মালিকানাধীনই রয়েছে। তখন মহানবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, তুমি ঐ দু’টো গ্রহণ করে তাকে পৃথক করে দাও। তিনি তাই করেন। (হাদীসটি সহীহ। সুনান আবূ দাউদ-২/২৬৯/২২২৮, তাফসীর তাবারী -৪/৫৫৪/৪৮০৮)

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, সাবিত (রাঃ) -এর স্ত্রী হাবীবা (রাঃ) এ কথাও বলেছেন, ‘হে মহান আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ! আমি তাকে চরিত্র ও ধর্মভীরুতার ব্যাপারে দোষারোপ করছি না, কিন্তু আমি তাকে ইসলামের মধ্যে কুফরী করাকে অর্থাৎ হাবীবার প্রতি সাবিতের দায়িত্ব পালন না করা অপছন্দ করি।’ তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বললেনঃ তুমি কি তোমাকে দেয়া তার বাগান তাকে ফিরত দিবে? মহিলাটি বললোঃ হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাবিত (রাঃ) -কে বললেনঃ বাগানটি ফেরত নাও এবং তালাক দাও।’ (হাদীসটি সহীহ। সহীহুল বুখারী-৬/৩০৬-৩০৭/৫২৭৩-৫২৭৭, ফাতহুল বারী -৯/৩০৬, সুনান নাসাঈ -৯/৪৮১/৩৪৬৩)

মোহর হিসেবে স্বামী যা দিয়েছে তার চেয়ে বেশি নেয়ার হুকুম

কোন কোন বর্ণনায় তার নাম জামিলাও এসেছে। কোন বর্ণনায় এটাও রয়েছে যে, তিনি বলেন, এখন আমার ক্রোধ সম্বরণের শক্তি নেই। একটি বর্ণনায় এটাও রয়েছে যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাবিত (রাঃ) -কে বলেন, যা দিয়েছো, তাই নাও, বেশি নিয়ো না। একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, হাবীবা (রাঃ) বলেছিলেন, তিনি দেখতেও সুন্দর নন। অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, তিনি ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘উবাইয়ের ভগ্নি ছিলেন ও ইসলামের এটাই সর্বপ্রথম খোলা‘ তালাক ছিলো।

হাবীবা (রাঃ) -এর একটি কারণ এটাও বর্ণনা করেছেন, একবার আমি তাঁবুর পর্দা উঠিয়ে দেখতে পাই যে, আমার স্বামী কয়েকজন লোকের সাথে আসছেন। এদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সর্বাপেক্ষা কালো, বেঁটে ও কুৎসিত। (হাদীসটিহাসান। তাফসীর তাবারী -১/৫৫২/৪৮০৭) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কর্তৃক ‘তাকে তার বাগান ফিরিয়ে দাও।’ এই নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে হাবীবা (রাঃ) বলেছিলেন, হে মহান আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ! মহান আল্লাহ্‌র ভয় না থাকলে আমি তার মুখে থুথু দিতাম। (সুনান ইবনু মাজাহ-১/৬৬৩/২০৫৭, মুসনাদ আহমাদ -৪/৩, ফাতহুল বারী -৯/৩১০)

জামহূরে মাযহাব এই যে, খোলা তালাকে স্বামী তার প্রদত্ত মাল হতে বেশি নিলেও বৈধ হবে। কেননা কুর’আন মাজীদে فيماافتدتبه ‘সে মুক্তি লাভের জন্য যা কিছু বিনিময় দেয়।’ (২ নং সূরাহ আল বাকারাহ, আয়াত-২২৯) বলা হয়েছে।

একজন স্ত্রীলোক স্বামীর সাথে মনোমালিন্য হয়ে ‘উমার (রাঃ) -এর নিকট আগমন করে। ‘উমার (রাঃ) তাকে আবর্জনাযুক্ত একটি ঘরে বন্দী করার নির্দেশ দেন। অতঃপর তাকে কয়েদখানা হতে ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করেন, অবস্থা কিরূপ? সে বলে , আমার জীবনে আমি এই একটি রাত্রি আরামে কাটিয়েছি তখন তিনি তার স্বামীকে বলেন, তার চুল বাধার সূতার বিনিময়ে হলেও তার সাথে খোলা‘ তালাক করে নাও। (তাফসীর তাবারী -১/৫৭৬/৪৮৬০-৪৮৬২)

একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, তাকে তিন দিন পর্যন্ত কয়েদখানায় রাখা হয়েছিলো। আর একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, তিনি তার স্বামীকে বলেছিলেন, একগুচ্ছ চুলের বিনিময়ে হলেও তুমি তা গ্রহণ করে তাকে পৃথক করে দাও। ‘উসমান (রাঃ) বলেন, চুলের গুচ্ছ ছাড়া সব কিছু নিয়েই খোলা তালাক হতে পারে। (হাদীসটি য‘ঈফ। মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক-৬/৫০৪/১১৮৫০, তাফসীর তাবারী - ৪/৫৭৮/৪৮৭০, সুনান বায়হাক্বী-৭/৩১৫) রাবী‘ বিনতি মু‘আওয়াজ ইবনু আফতাব (রাঃ) বলেন, আমার স্বামী বিদ্যমান থাকলেও আমার সাথে আদান প্রদানে ত্রুটি করতেন এবং বিদেশে চলে গেলে তো সম্পূর্ণ রূপে বঞ্চিত করতেন। একদিন ঝগড়ার সময় আমি বলে ফেলি আমার অধিকারে যা কিছু রয়েছে সবই নিন এবং আমাকে খোলা‘ তালাক প্রদান করুন। তিনি বলেন ঠিক আছে, এটাই ফায়সালা হয়ে গেলো। কিন্তু আমার চাচা মু‘আয ইবনু ‘আফরা (রাঃ) এই ঘটনাটি ‘উসমান (রাঃ) -এর নিকট বর্ণনা করেন। ‘উসমান (রাঃ) -ও এটাই ঠিক রাখেন এবং বলেন চুলের খোঁপা ছাড়া সব কিছু নিয়ে নাও। কোন কোন বর্ণনায় এটাও রয়েছে যে, এর চেয়ে ছোট জিনিসও নিয়ে নাও। মোট কথা সব কিছু নিয়ে নাও। এসব ঘটনা দ্বারাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, স্ত্রীর নিকট যা কিছু রয়েছে সব দিয়েই সে খোলা‘ তালাক করিয়ে নিতে পারে এবং স্বামী তার প্রদত্ত মাল হতে বেশি নিয়েও খোলা‘ করতে পারে। ইবনু ‘উমার (রাঃ) , ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) , মুজাহিদ (রহঃ) , ইকরামাহ (রহঃ) , ইবরাহীম নাখ‘ঈ (রহঃ) , কাবীসা ইবনু যাবীব (রহঃ) , হাসান ইবনু সালিহ (রহঃ) এবং ‘উসমান (রহঃ) -ও এটাই বলেন। ইমাম মালিক (রহঃ) , লায়িস (রহঃ) এবং আবূ সাউর (রহঃ) -এরও মাযহাব এটাই। ইমাম ইবনু জারীর (রহঃ) ও এটাই পছন্দ করেন।

ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) -এর সহচরদের উক্তি এটাই যে, যদি অন্যায় ও ত্রুটি স্ত্রীর পক্ষ হতে হয় তবে স্বামী তাকে যা দিয়েছে তা ফিরিয়ে নেয়া তার জন্য বৈধ। কিন্তু তাঁর চেয়ে বেশি নেয়া জায়িয নয়। আর বাড়াবাড়ি যদি পুরুষের পক্ষ হতে হয় তবে তার জন্য কিছুই নেয়া বৈধ নয়। ইমাম আহমাদ (রহঃ) , ‘উবাইদ (রহঃ) , ইসহাক (রহঃ) এবং রাহওয়াহ্ (রহঃ) বলেন যে, স্বামীর জন্য তার প্রদত্ত বস্তু হতে অতিরিক্ত নেয়া কোন ক্রমেই বৈধ নয়। সা‘ঈদ ইবনু মুসাইয়াব (রহঃ) , ‘আতা (রহঃ) , ‘আমর ইবনু শু‘আইব (রহঃ) , যুহরী (রহঃ) , তাউস (রহঃ) , হাসান বাসরী (রহঃ) , শা‘বী (রহঃ) , হাম্মাদ ইবনু আবূ সুলাইমান (রহঃ) এবং রাবী‘ ইবনু আনাস (রহঃ) -এরও অভিমত এটাই। মু‘আম্মার (রহঃ) এবং হাকিম (রহঃ) বলেন যে, ‘আলী (রাঃ) -এর ফায়সালা এটাই। আওযা‘ঈ (রহঃ) -এর ঘোষণা এই যে, কাযীগণ স্বামীর প্রদত্ত বস্তু বেশি গ্রহণ করা তার জন্য বৈধ মনে করেন না। এই মতের প্রবক্তাদের দলীল ঐ হাদীসটিও যা ওপরে বর্ণিত হয়েছে। তাতে রয়েছে, তোমার বাগান নিয়ে নাও কিন্তু বেশি নিয়ো না।

‘আবদ ইবনু হুমাইদ ‘আতা (রহঃ) থেকে একটি মারফূ‘ হাদীস উল্লেখ করেছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খোলা‘ গ্রহণকারিণী স্ত্রীকে প্রদত্ত বস্তু থেকে বেশি গ্রহণ করাকে খারাপ মনে করেছেন। (হাদীস টি মুরসাল। মুসনাদ ‘আবদইবনুহুমাইদ) ‘ঐ অবস্থায় যা কিছু মুক্তির বিনিময়ে সে দিবে’ কুর’আন মাজীদের এই কথার অর্থ হবে এই যে, প্রদত্ত বস্তু থেকে যা কিছু দিবে। কেননা, এর পূর্বে ঘোষণা বিদ্যমান রয়েছে যে, তোমরা তাদেরকে যা দিয়েছো তা হতে কিছুই গ্রহণ করো না। রাবী‘ (রহঃ) -এর পঠনে به শব্দের পরে منه শব্দটিও রয়েছে। অতঃপর বলা হচ্ছেঃ تِلْكَ حُدُوْدُ اللهِ ‘এগুলো মহান আল্লাহ্‌র সীমাসমূহ।’ অতএব তোমরা এই সীমাগুলো অতিক্রম করো না। নতুবা পাপী হয়ে যাবে।

পরিচ্ছেদঃ কোন কোন মনীষী খোলা‘কে তালাকের মধ্যে গণ্য করেন না। তাঁরা বলেন যে, যদি এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে দু’তালাক দিয়ে দেয়, অতঃপর ঐ স্ত্রী খোলা‘ করিয়ে নেয় তবে ঐ স্বামী

ইচ্ছে করলে পুনরায় ঐ স্ত্রীকে বিয়ে করতে পারে। তাঁরা দলীল রূপে এই আয়াতটিকেই এনে থাকেন। এটা হচ্ছে ইবনু ‘আব্বাস (রহঃ) -এর উক্তি। ইকরামাহ (রহঃ) ও বলেন যে, এটা তালাক নয়। দেখা যাচ্ছে যে, আয়াতটির প্রথমে তালাকের বর্ণনা রয়েছে। প্রথমে দু’তালাকের, শেষে তৃতীয় তালাকের নয়। আর এটা দ্বারা বিয়ে বাতিল করা হয়। আমিরুল মু’মিনীন ‘উসমান ইবনু ‘আফফান (রাঃ) , ইবনু ‘উমার (রাঃ) , তাউস (রহঃ) , ইকরামাহ (রহঃ) , আহমাদ (রহঃ) , ইসহাক ইবনু রাহওয়াহ্ (রহঃ) , আবূ সাউর (রহঃ) এবং দাউদ ইবনু আলী যাহিরী (রহঃ) -এর মাযহাব এটাই। এটা ইমাম শাফি‘ঈ (রহঃ) -এরও পূর্ব উক্তি। আয়াতটিরও প্রকাশ্য শব্দ এটাই। অন্যান্য কয়েকজন মনীষী বলেন যে, খোলা‘ হচ্ছে তালাকে বায়িন এবং একাধিক তালাকের নিয়ত করলেও তা বিশ্বাসযোগ্য। একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, উম্মু বাকর আসলামিয়া (রহঃ) নাম্নী একটি স্ত্রীলোক তার স্বামী ‘আবদুল্লাহ ইবনু খালিদ (রহঃ) থেকে খোলা‘ তালাক গ্রহণ করেন এবং ‘উসমান (রহঃ) সেটাকে এক তালাক হওয়ার ফাতাওয়া দেন। সাথে সাথে এটা বলে দেন যে, যদি কিছু নাম নিয়ে থাকে তবে যা নাম নিয়েছে তাই হবে। কিন্তু এই বর্ণনাটি দুর্বল। ‘উমার (রাঃ) , ‘আলী (রাঃ) , ইবনু মাস‘উদ (রহঃ) , ইবনু ‘উমার (রাঃ) সা‘ঈদ ইবনু মুসাইয়াব (রহঃ) , হাসান বাসরী (রহঃ) , শুরাইহ্ (রহঃ) , শা‘বী (রহঃ) , ইবরাহীম (রহঃ) , জাবির ইবনু যায়দ (রহঃ) , ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) , তাঁর সাথী ইমাম সাওরী (রহঃ) , আওযা‘ঈ (রহঃ) এবং আবূ ‘উসমান বাত্তী (রহঃ) -এরও এটাই অভিমত। তবে হানাফীগণ বলেন যে, খোলা‘ প্রদানকারী যদি দু’তালাকের নিয়ত করে তবে দু’টোই হয়ে যাবে। আর যদি কোনই শব্দ উচ্চারণ না করে এবং সাধারণ খোলা‘ হয় তবে একটি তালাকে বায়িন হবে। যদি তিনটির নিয়ত করে তবে তিনটিই হয়ে যাবে। ইমাম শাফি‘ঈ (রহঃ) -এর অন্য একটি উক্তিও রয়েছে যে, যদি তালাকের শব্দ না থাকে এবং কোন দলীল প্রমাণও না থাকে তবে কোন কিছুই হবে না।

জিজ্ঞাস্যঃ ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) , ইমাম শাফি‘ঈ (রহঃ) , ইমাম আহমাদ (রহঃ) ও ইসহাক ইবনু রাহওয়াইহ্ (রহঃ) -এর মাযহাব এই যে, তালাকের ইদ্দত হচ্ছে খোলা‘ এর ইদ্দত। ‘উমার (রাঃ) , ‘আলী (রাঃ) , ইবনু মাস‘উদ (রাঃ) , সা‘ঈদ ইবনু মুসাইয়াব (রহঃ) , সুলাইমান ইবনু ইয়াসার (রহঃ) , ‘উরওয়া (রহঃ) , সালিম (রহঃ) , আবূ সালামাহ (রহঃ) , ‘উমার ইবনু ‘আব্দুল ‘আযীয (রহঃ) , ইবনু শিহাব (রহঃ) , হাসান বাসরী (রহঃ) , শা‘বী (রহঃ) , ইবরাহীম নাখ‘ঈ (রহঃ) , আবূ আইয়ায (রহঃ) , খালাস ইবনু ‘আমর (রহঃ) , কাতাদাহ (রহঃ) , সুফইয়ান সাওরী (রহঃ) , আওযা‘ঈ (রহঃ) , লায়িস ইবনু সা‘দ (রহঃ) এবং আবূ সুফইয়ান এরও এটাই উক্তি। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেন যে, অধিকাংশ ‘আলিম এদিকেই গিয়েছেন।

খোলা‘ তালাকের ইদ্দত প্রসঙ্গ

অধিকাংশ ‘আলিমের উক্তি হলো, যেহেতু খোলা‘ও তালাক, সুতরাং এর ইদ্দত তালাকের ইদ্দতের মতোই। দ্বিতীয় উক্তি এই যে, এর ইদ্দত শুধুমাত্র একটি ঋতু। ‘উসমান (রাঃ) -এর এটাই ফায়সালা। ইবনু ‘উমার (রাঃ) তিন ঋতুর ফাতাওয়া দিতেন বটে কিন্তু সাথে সাথে তিনি বলতেন, ‘উসমান (রাঃ) আমাদের অপেক্ষা উত্তম এবং আমাদের চেয়ে বড় ‘আলিম। ইবনু ‘উমার (রাঃ) থেকে একটি ঋতুর ইদ্দত বর্ণিত আছে। ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) , ইকরামাহ (রহঃ) , ‘আব্বাস ইবনু ‘উসমান (রহঃ) এবং ঐ সমস্ত লোক যাদের নাম ওপরে বর্ণিত হয়েছে, তাদেরও এই উক্তি হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

সুনানে আবূ দাউদ এবং জামি‘ তিরমিযীতেও রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাবিত ইবনু কায়িস (রাঃ) -এর স্ত্রীকে ঐ অবস্থায় এক হায়িয ইদ্দত পালনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। (হাদীসটি সহীহ। সুনান আবূ দাউদ-২/২৬৯/২২২৯, জামি‘তিরমিযী -৩/৪৯১/১১৮৫, সুনান বায়হাক্বী-৭/৪৫০)

অন্য একটি বর্ণনা রয়েছে যে, রাবী‘ বিনতি মুআওয়ায (রাঃ) -কে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খোলা‘ তালাকের পর একটি ঋতুর ইদ্দত রূপে পালন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। (হাদীসটি সহীহ। জামি‘তিরমিযী -৩/৪৯১/১১৮৫) ‘উসমান (রাঃ) খোলা‘ গ্রহণকারী স্ত্রীলোকটিকে বলেছিলেন, তোমার ওপরে কোন ইদ্দতই নেই। তবে যদি খোলা‘ গ্রহণেরপূর্বক্ষণেই স্বামীর সাথে মিলিত হয়ে থাকো তবে একটি ঋতু আসা পর্যন্ত তার নিকটেই অবস্থান করবে। মারইয়াম মুগালাবা (রাঃ) -এর সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর যা ফায়সালা ছিলো ‘উসমান (রাঃ) তারই অনুসরণ করেন। (হাদীসটি সহীহ। সুনান ইবনু মাজাহ-১/৬৬৩/২০৫৮, সুনান নাসাঈ -৬/৪৯৮/৩৪৯৮)

জিজ্ঞাস্যঃ জামহূর ‘উলামা এবং ইমাম চতুষ্টয়ের মতে খোলা‘ গ্রহণকারী স্ত্রীকে স্বামীর ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার নেই। কেননা, সে সম্পদের বিনিময়ে নিজেকে মুক্ত করেছে। আবদ ইবনু উবাই, ‘আওফী, মাহানুল হানাফী, সা‘ঈদ এবং যুহরী (রহঃ) -এর উক্তি এই যে, স্বামী তার নিকট হতে যা গ্রহণ করেছে তা ফিরিয়ে দিলে স্ত্রীকে রাজ‘আত করতে পারবে। স্ত্রীর সম্মতি ছাড়াও ফিরিয়ে নিতে পারবে। সুফইয়ান সাওরী (রহঃ) বলেন যে, যদি খোলা‘র মধ্যে তালাকের শব্দ না থাকে তবে এটা শুধু বিচ্ছেদ। সুতরাং ফিরিয়ে নেয়ার তার পূর্ণ অধিকার রয়েছে। দাউদ যাহিরী (রহঃ) -ও এ কথাই বলেন। তবে সবাই এর ওপর একমত যে, যদি দু’জনই সম্মত থাকে তবে ইদ্দতের মধ্যে নতুনভাবে বিয়ে করতে পারবে। ইবনু ‘আব্দুল বার (রহঃ) একটি দলের এই উক্তিও বর্ণনা করেন যে, ইদ্দতের মধ্যে যখন অন্য কেউ তাকে বিয়ে করতে পারবে না। তেমনই স্বামীও পারবে না। কিন্তু এই উক্তিটি বিরল ও বর্জনীয়।

জিজ্ঞাস্যঃ ঐ স্ত্রীর ওপর ইদ্দতের মধ্যেই দ্বিতীয় তালাকও পড়তে পারে কি না এ ব্যাপারে ‘আলিমগণের তিনটি উক্তি রয়েছে। প্রথম উক্তি এই যে, ইদ্দতের মধ্যে দ্বিতীয় তালাক পতিত হবে না। কেননা স্ত্রীটি নিজের অধিকারিণী এবং সে তার স্বামী হতে পৃথক হয়ে গেছে। ইবনু ‘আব্বাস (রহঃ) , ইবন যুবাইর (রহঃ) , ইকরামাহ (রহঃ) , জাবির ইবনু যায়দ (রহঃ) , হাসান বাসরী (রহঃ) , ইমাম শাফি‘ঈ (রহঃ) , ইমাম আহমাদ (রহঃ) , ইসহাক (রহঃ) এবং আবূ সাওর (রহঃ) -এর উক্তি এটাই। দ্বিতীয় উক্তি হচ্ছে ইমাম মালিক (রহঃ) -এর উক্তি। আর তা এই যে, খোলা‘র সাথে সাথেই যদি নীরব না থাকে বরং তালাকও দিয়ে দেয় তবে তালাক হয়ে যাবে, নচেৎ হবে না। এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে যা ‘উসমান (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। তৃতীয় উক্তি এই যে, ইদ্দতের মধ্যে তালাক হয়ে যাবে। ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) , তার সহচর ইমাম সাওরী (রহঃ) আওযা‘ঈ (রহঃ) , সা‘ঈদ ইবনু মুসাইয়াব (রহঃ) , শুরাইহ্ (রহঃ) , তাউস (রহঃ) , ইবরাহীম (রহঃ) , যুহরী (রহঃ) এবং হাকীম (রহঃ) -এর উক্তি এটাই। ইবনু মাস‘উদ (রাঃ) এবং আবূদ দারদা (রাঃ) হতেও এটা বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তা প্রমাণিত নয়।

মহান আল্লাহ্‌র দেয়া সীমালঙ্ঘন করা হলো অত্যাচার

এরপরে বলা হচ্ছেঃ ﴿وَ تِلْكَ حُدُوْدُ اللهِ﴾ ‘এগুলো মহান আল্লাহ্‌র সীমাসমূহ।’ সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

إِنِ اللَّهَ حَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَفَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَحَرَّمَ مَحَارِمَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ، فَلَا تَسْأَلُوا عَنْهَا.

‘নিশ্চয় মহান আল্লাহ্‌ সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন অতএব তোমরা মহান আল্লাহ্‌র উক্ত সীমা অতিক্রম করো না, তোমরা তার ফরযসমূহ বিনষ্ট করো না, তার নিষিদ্ধ বিষয়সমূহের অসম্মান করো না, শারী‘আতের যেসব বিষয়ের উল্লেখ নেই, তোমরাও সেগুলো সম্পর্কে নীরব থাকবে। (হাদীসটি য‘ঈফ। মুসতাদরাক হাকিম-৪/১১৫, হিলইয়াতুল আওলিয়া-৯/১৭, ফাতহুল বারী -১৩/২৮০, সুনান দারাকুতনী- ৪/১৮৪)

একই বৈঠকে তিন তালাক দেয়া অবৈধ বা হারাম

বর্ণিত এই আয়াত দ্বারা ঐসব মনীষীগণ দলীল গ্রহণ করছেন যে, একই সময় তিন তালাক দেয়াই হারাম। ইমাম মালিক (রহঃ) ও তাঁর অনুসারীদের এটাই মাযহাব। তাদের মতে সুন্নাত পন্থা এই যে, তালাক একটি একটি করে দিতে হবে। কেননা মহান আল্লাহ্‌ বলেনঃ اَلطَّلَاقُمَرَّتَانِ অর্থাৎ ‘তালাক দু’বার। এরপরেই তিনি বলেছেন- ‘এগুলো মহান আল্লাহ্‌র সীমা, অতএব সেগুলো অতিক্রম করো না। মহান আল্লাহ্‌র এই নির্দেশকে সুনান নাসাঈ তে বর্ণিত নিম্নের হাদীস দ্বারা জোরদার করা হয়েছে। হাদীসটি এই যেঃ

"أُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ # عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا فَقَامَ غَضْبَانَ، ثُمَّ قَالَ: أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ؟ حَتَّى قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا أَقْتُلُهُ؟

‘কোন এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে একই সাথে তিন তালাক দিয়ে দেয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর নিকট এই সংবাদ পৌঁছলে তিনি অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে দাঁড়িয়ে যান এবং বলেনঃ ‘আমি তোমাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কি মহান আল্লাহ্‌র কিতাবের সাথে খেল-তামাশা শুরু করলে? তখন একটি লোক দাঁড়িয়ে গিয়ে বললেনঃ ‘হে মহান আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ! আমি কি তাকে হত্যা করবো?’ (সুনান নাসাঈ -৬/৪৫৩, ৪৫৪/৩৪০১। সনদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে । যেমনটি মুসান্নিফ ও বলেছেন) সনদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে।

তৃতীয় তালাকের পর স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়া যাবে না

এরপরে বলা হচ্ছেঃ ﴿فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْۢ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ﴾ তারপর যদি সে তাকে চূড়ান্ত তালাক দেয়, তবে এরপর সেই পুরুষের পক্ষে সেই স্ত্রী বিবাহ হালাল হবে না, যে পর্যন্ত না সে অন্য কাউকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করে।’ অর্থাৎ যখন কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে দু’তালাক দেয়ার পরে তৃতীয় তালাক দিয়ে ফেলবে তখন সে তার ওপর হারাম হয়ে যাবে, যে পর্যন্ত না অন্য কেউ নিয়মিতভাবে তাকে বিয়ে করে। বিয়ে করে সহবাস করার পর তালাক দিবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, সে যদি কোন লোকের সাথে সহবাস করে থাকে অথবা সে যদি দাসী হয় এবং তার মালিকের সাথে যৌন মিলন করে থাকে তথাপিও তার পূর্ব স্বামীর সাথে অর্থাৎ যে তাকে তিন তালাক দিয়েছে তার সাথে বিবাহ বন্ধন শারী‘আত কর্তৃক সমর্থিত হবে না। কারণ যার সাথে যৌন

মিলনে লিপ্ত হয়েছে সে তার বিয়ে করা স্বামী নয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ দ্বিতীয় স্বামীর সাথে সহবাস না করা পর্যন্ত সে পূর্ব স্বামীর জন্য হালাল হবে না। ‘আয়িশাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে রয়েছে যে, মহানবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -কে জিজ্ঞেস করা হয়ঃ ‘একটি লোক এক মহিলাকে বিয়ে করলো এবং সহবাসের পূর্বেই তিন তালাক দিয়ে দিলো। অতঃপর সে অন্য স্বামীর সাথে বিবাহিতা হলো, সেও তাকে সহবাসের পূর্বে তালাক দিয়ে দিলো। এখন কি তাকে বিয়ে করা তার পূর্ব স্বামীর জন্য হালাল হবে?’ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ

لَا حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا.

‘না, না। যে পর্যন্ত না তারা একে অপরের মধুর স্বাদ গ্রহণ করে। (তাফসীর তাবারী -৪/৫৯৬/৪৯০২, ৪/৪৯০৩-৪৯০৪, ফাতহুল বারী -৯/২৮৪। সহীহ মুসলিম-২/১০৫৭, মুসনাদ আহমাদ -২/২৫, ৬২, ৮৫, সুনান নাসাঈ -৩/৩৫৩, ৩৫৪/৫৬০৭, ৫৬০৮, সুনান ইবনু মাজাহ-১/৬২২/১৯৩৩)

এই বর্ণনাটি স্বয়ং ইমাম সা‘ঈদ ইবনু মুসাইয়াব (রহঃ) ইবনু ‘উমার (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং এটা কিরূপে সম্ভব যে তিনি বর্ণনাও করবেন আবার নিজে বিরোধিতাও করবেন। মহান আল্লাহ্ই ভালো জানেন।

একটি বর্ণনায় এটাও রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞাসিত হোন, একটি লোক তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছিলো। অতঃপর সে অন্যের সাথে বিবাহিত হলো। এরপর দরজা বন্ধ করে এবং পর্দা ঝুলিয়ে দিয়ে যৌন মিলন না করেই দ্বিতীয় স্বামী তাকে তালাক দিয়ে দিল। এখন কি স্ত্রীটি তার পূর্ব স্বামীর জন্য হালাল হবে? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, যে পর্যন্ত না সে মধুর স্বাদ গ্রহণ করে। (হাদীস সহীহ। তাফসীর তাবারী -৪/৫৯৩/৪৮৯৮, ৪৮৯৯)

একটি বর্ণনায় এটাও রয়েছে যে, ‘আয়িশাহ্ (রাঃ) বলেছেনঃ রিফা‘আহ আল-কারাজী (রাঃ) -এর স্ত্রী রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর কাছে উপস্থিত হয় যখন আমি এবং আবূ বাকর (রাঃ) সেখানে উপস্থিত ছিলাম। সে বলতে লাগলোঃ আমি রিফা‘আহর স্ত্রী ছিলাম, কিন্তু সে আমাকে তালাক দেয়, যা ছিলো অপরিবর্তনযোগ্য অর্থাৎ তিন তালাক। অতঃপর আমি ‘আবদুর রহমান ইবনু যুবাইর (রাঃ) -কে বিয়ে করি। কিন্তু তার গোপনাঙ্গ যেন একটি ছোট রশি অর্থাৎ তার স্ত্রীর আকাঙ্খা পূরণ করার ক্ষমতা নেই। অতঃপর মহিলাটি তার কাপড়ের ভিতর থেকে একটি ছোট রশি বের করে দেখায় এটা বুঝানোর জন্য সে কতো অক্ষম। খালিদ ইবনু সা‘ঈদ ইবনুল ‘আস (রাঃ) পাশে দরজার কাছে ছিলেন, যাকে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হয়নি, তিনি বলেনঃ হে আবূ বাকর (রাঃ) ! আপনি কেন ঐ মহিলাকে নিবৃত্ত করছেন না, যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর সাথে এ ধরনের খোলামেলা কথা বলছে? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একটু মুচকি হাসলেন এবং মহিলাকে বললেনঃ তুমি কি রিফা‘আহকে আবার বিয়ে করতে চাও? কিন্তু তা তো সম্ভব নয়, যতোক্ষণ না তুমি তোমার বর্তমান স্বামীর স্বাদ গ্রহণ করছো এবং সে তোমার স্বাদ গ্রহণ করছে। (সহীহুল বুখারী-৯/৩৭৪/৫৩১৭, ১০/৫১৮/৬০৮৪, মুসনাদ আহমাদ -৬/৩৪, ফাতহুল বারী -১০/৫১৮, সহীহ মুসলিম-২/১১৩/১০৫৭, সুনান নাসাঈ -৬/৪৫৭/৩৪০৯)

হিলা বিয়েতে অংশগ্রহণকারীদের ওপর মহান আল্লাহ্র অভিশাপ

দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করার ভাবার্থ হচ্ছে ঐ স্ত্রীর প্রতি দ্বিতীয় স্বামীর আগ্রহ থাকতে হবে এবং চিরস্থায়ীভাবে তাকে স্ত্রীরূপে রাখার উদ্দেশ্যে হতে হবে। যদি উদ্দেশ্য থাকে এই যে, দ্বিতীয় বিয়ে করা হবে শুধুমাত্র প্রথম স্বামীর কাছে ফিরে যাবার জন্য, তাহলে এ ধরনের বিয়ে অবৈধ এবং হাদীসে এ ধরনের বিয়েতে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি অভিশাপ বর্ষিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এ ছাড়া এ ধরনের কথা উল্লেখ করে যদি কোন চুক্তিতে স্বাক্ষর করা হয় তাহলে সেই চুক্তিও বাতিল বলে অধিকাংশ 'আলিম মতামত ব্যক্ত করেছেন। ইমাম মালিক (রহঃ) -এর মতে এটাও শর্ত রয়েছে যে, এই সহবাস বৈধ পন্থায় হতে হবে। যেমন স্ত্রী যেন সাওম অবস্থায়, ইহরামের অবস্থায়, ই'তিকাফের অবস্থায় এবং হায়িয ও নিফাসের অবস্থায় না থাকে। অনুরূপভাবে স্বামীও যেন সাওম, ইহরাম ও ই'তিকাফের অবস্থায় না থাকে। যদি স্বামী-স্ত্রীর কোন একজন উল্লিখিত কোন এক অবস্থায় থাকে এবং এই অবস্থায় সহবাসও হয়ে যায় তথাপিও সে তার পূর্ব মুসলমান স্বামীর জন্য হালাল হবে না। কেননা, ইমাম মালিক (রহঃ) -এর মতে কাফিরদের পর¯পরের বিয়ে বাতিল। ইমাম হাসান বাসরী (রহঃ) এই শর্তও আরোপ করেন যে, বীর্যও নির্গত হতে হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর বাণীঃ 'যে পর্যন্ত না সে তোমার এবং তুমি তার মধুর স্বাদ গ্রহণ করবে' এর দ্বারা এটাই বুঝা যাচ্ছে। হাসান বাসরী (রহঃ) যদি এই হাদীসটিকে সামনে রেখেই এই শর্ত আরোপ করে থাকেন তবে স্ত্রীর ব্যাপারেও এই শর্ত হওয়া উচিত। কিন্তু হাদীসের عسيله শব্দটির ভাবার্থ বীর্য নয়। কেননা, মুসনাদ আহমাদ ও সুনান নাসাঈ র মধ্যে হাদীস রয়েছে যে, عسيله শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে সহবাস। (মুসনাদ আহমাদ -৬/৬২, সুনান দারাকুতনী-৩/২৯/২৫১, হিলইয়াতুল আওলিয়া-৯/২২৬) যদি এই বিয়ের দ্বারা প্রথম স্বামীর জন্য ঐ স্ত্রীকে হালাল করাই দ্বিতীয় স্বামীর উদেশ্যে হয় তবে এই রূপ লোক যে নিন্দনীয় এমনকি অভিশপ্ত তা হাদীসসমূহে ¯পষ্ট ভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। হাদীসে বর্ণিত রয়েছেঃ

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ # الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَالْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ، وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ.

'যে স্ত্রী লোক উলকী করে এবং যে স্ত্রী লোক উলকী করিয়ে দেয়, যে স্ত্রী লোক চুল মিলিয়ে দেয় এবং যে মিলিয়ে নেয়, যে হালাল করে এবং যার জন্য হালাল করা হয়, যে সুদ প্রদান করে এবং যে সুদ গ্রহণ করে এদের ওপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অভিশাপ দিয়েছেন।' (মুসনাদ আহমাদ -১/৪৪৮, ৪৬২, জামি'তিরমিযী ৪/২৬৮, সুনান নাসাঈ -৬/৪৬০/৩৪১৬) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেন যে, সাহাবীগণের 'আমল এর ওপরেই রয়েছে। 'উমার (রাঃ) , 'উসমান (রাঃ) এবং ইবনু উমার (রাঃ) -এর এটাই মাযহাব। তাবি'ঈ ধর্ম শাস্ত্রবিদগণও এটাই বলেন। 'আলী (রাঃ) , ইবনু মাস'উদ (রাঃ) এবং ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) -এর অভিমত এটাই। অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, সুদের স্বাক্ষ্যদানকারী এবং লেখকের প্রতিও অভিসম্পাত। যারা যাকাত প্রদান করে না এবং যারা যাকাত আদায় করার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে তাদের ওপরও অভিসম্পাত।

একটি হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 'ধার করা ষাঁড় কে?' তা কি আমি তোমাদেরকে বলবো?' জনগণ বললো, 'হ্যাঁ বলুন।' তিনি বলেছেন, 'যে 'হালাল' করে অর্থাৎ যে তালাক প্রাপ্তা নারীকে এজন্য বিয়ে করে যেন সে তার পূর্ব স্বামীর জন্য হালাল হয়ে যায়।' যে ব্যক্তি এরূপ কাজ করে তার ওপরও মহান আল্লাহ্র লা'নত এবং যে ব্যক্তি নিজের জন্য এটা করিয়ে নেয় সেও অভিশপ্ত।' (সনদ টি য'ঈফ। সুনান ইবনু মাজাহ-

১/৬২৩/১৯৩৬, মুসতাদরাক হাকিম-২/১৯৮, সুনান বায়হাক্বী কুবরা-৭/২০৮, সুনান দারাকুতনী-৩/২৫১/২৮) একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, এরূপ বিয়ে সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞাসিত হয়ে বললেন, ‘এটা বিয়েই নয় যাতে উদ্দেশ্য থাকে এক এবং বাহ্যিক হয় অন্য এবং যাতে মহান আল্লাহ্‌র কিতাবকে নিয়ে খেল-তামাশা করা হয়। বিয়ে তো শুধুমাত্র এটাই যা আগ্রহের সাথে হয়ে থাকে।’ মুসতাদরাক হাকিমে রয়েছে, এক ব্যক্তি ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘উমার (রাঃ) -কে জিজ্ঞেস করেনঃ ‘একটি লোক তার স্ত্রীকে তৃতীয় তালাক দিয়ে দেয়। এরপর তার ভাই তাকে এই উদ্দেশ্যে বিয়ে করে যে, সে যেন তার ভাইয়ের জন্য হালাল হয়ে যায়। এই বিয়ে কি শুদ্ধ হয়েছে? তিনি উত্তরে বলেনঃ ‘কখনো নয়। আমরা এটাকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর যুগে ব্যভিচারের মধ্যে গণ্য করতাম। বিয়ে ওটাই যাতে আগ্রহ থাকে।’ এ হাদীসটি মাওকূফ হলেও এর শেষের বাক্যটি একে মারফূ‘র পর্যায়ে এনে দিয়েছে। এমন কি অন্য একটি বর্ণনায় আছে যে, আমীরুল মু’মিনীন ‘উমার (রাঃ) বলেছেনঃ ‘যদি কেউ এই কাজ করে বা করায় তাহলে আমি উভয়কে ব্যভিচারের শাস্তি দিবো অর্থাৎ রজম করে দিবো। (ইবনুআবীশায়বা-৪/২৯৪, সুনান বায়হাক্বী-৭/২০৮)

তিন তালাকপ্রাপ্ত মহিলা কথন তার প্রথম স্বামীরকাছে ফিরে যেতে পারবে

ঘোষণা দেয়া হচ্ছেঃ ﴿فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَاۤ اَنْ يَّتَرَاجَعَاۤ﴾ দ্বিতীয় স্বামী যদি বিয়ে ও সহবাসের পর তালাক দেয় তাহলে পূর্ব স্বামী পুনরায় ঐ স্ত্রীকে বিয়ে করলে কোন পাপ নেই, ﴿اِنْ ظَنَّاۤ اَنْ يُّقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ﴾ যদি তারা সদ্ভাবে বসবাস করে এবং এটাও জেনে নেয় যে, ঐ দ্বিতীয় বিয়ে প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা ছিলো না, বরং প্রকৃতই বিয়ে ছিলো। (তাফসীর তাবারী -৪/৫৯৮) এটাই হচ্ছে মহান আল্লাহ্‌র বিধান যা তিনি জ্ঞানীদের জন্য প্রকাশ করে দিয়েছেন।

সুরা: আল-বাক্বারাহ
আয়াত নং :-২৩০

فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْۢ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ ؕ فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَاۤ اَنْ يَّتَرَاجَعَاۤ اِنْ ظَنَّاۤ اَنْ يُّقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ؕ وَ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ

অতঃপর যদি (দু’বার তালাক দেবার পর স্বামী তার স্ত্রীকে তৃতীয় বার) তালাক দেয়, তাহলে ঐ স্ত্রী তার জন্য হালাল হবে না। তবে যদি দ্বিতীয় কোন ব্যক্তির সাথে তার বিয়ে হয় এবং সে তাকে তালাক দেয়, তাহলে এক্ষেত্রে প্রথম স্বামী এবং এই মহিলা যদি আল্লাহর সীমারেখার মধ্যে অবস্থান করতে পারবে বলে মনে করে তাহলে তাদের উভয়ের জন্য পরস্পরের দিকে ফিরে আসায় কোন ক্ষতি নেই। এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা। (এগুলো ভঙ্গ করার পরিণতি) যারা জানে তাদের হিদায়াতের জন্য এগুলো সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন।

২৩০ নং আয়াতের তাফসীর:

[১] অর্থাৎ এ ব্যক্তি যদি তৃতীয় তালাকও দিয়ে দেয়, তবে তখন বৈবাহিক বন্ধন সম্পূর্ণভাবে ছিন্ন হয়ে গেল। তা আর প্রত্যাহার করার কোন অধিকার থাকবে না। কেননা, এমতাবস্থায় এটা ধরে নেয়া যেতে পারে যে, সবদিক বুঝে শুনেই সে স্ত্রীকে তৃতীয় তালাক দিয়েছে। তাই এর শাস্তি হবে

এই যে, এখন যদি উভয়ে একমত হয়েও পুনর্বিবাহ করতে চায়, তবে তাও তারা করতে পারে না। তাদের পুনর্বিবাহের জন্য শর্ত হচ্ছে যে, স্ত্রী ইন্দতের পর অন্য কাউকে বিয়ে করবে এবং সে স্বামীর সাথে সহবাসের পর কোন কারণে যদি এই দ্বিতীয় স্বামী তালাক দিয়ে দেয়, অথবা মৃত্যু বরণ করে, তবে ইদ্দত শেষ হওয়ার পর প্রথম স্বামীর সাথে পুনরায় বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে।

তালাক দেয়ার সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতিঃ কুরআন ও হাদীসের এরশাদসমূহ এবং সাহাবী ও তাবেয়ীগণের কার্যপদ্ধতিতে প্রমাণিত হয় যে, যখন তালাক দেয়া ব্যতীত অন্য কোন উপায় থাকে না, তখন তালাক দেয়ার উত্তম পন্থা হচ্ছে এই যে, এমন এক তহুরে এক তালাক দেবে, যাতে সহবাস করা হয়নি। এক তালাক দিয়েই ছেড়ে দেবে। ইদ্দত শেষ হলে পরে বিবাহসম্পর্ক এমনিতেই ছিন্ন হয়ে যাবে। ফকীহগণ একে আহ্সান বা উত্তম তালাক পদ্ধতি বলেছেন। সাহাবীগণও একেই তালাকের সর্বোত্তম পন্থা বলে অভিহিত করেছেন। [ইবনে আবী শাইবাহঃ ১৭/৭৪৩]

ইবনে আবি-শাইবা তার গ্রন্থে ইবরাহীম নাখা্’য়ী রাহিমাহুল্লাহ থেকে আরও উদ্‌ধৃত করেছেন যে, সাহাবীগণ তালাকের ব্যাপারে এ পদ্ধতিকেই পছন্দ করেছেন যে, মাত্র এক তালাক দিয়েই ছেড়ে দিবে এবং এতেই ইদ্দত শেষ হলে বিবাহ বন্ধন স্বাভাবিকভাবেই ছিন্ন হয়ে যাবে। মোটকথা: ইসলামী শরীআত তালাকের তিনটি পর্যায়কে তিন তালাকের আকারে স্থির করেছে। এর অর্থ আদৌ এই নয় যে, তালাকের ব্যাপারে এ তিনটি পর্যায়ই পূর্ণ করতে হবে। বরং শরীআতের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, প্রথমতঃ তালাকের দিকে অগ্রসর হওয়াই অপছন্দনীয় কাজ। কিন্তু অপারগতাবশতঃ যদি এদিকে অগ্রসর হতেই হয়, তবে এর নিম্নতম পর্যায় পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকাই বাঞ্ছনীয়। অর্থাৎ এক তালাক দিয়ে ইদ্দত শেষ করার সুযোগ দেয়াই উত্তম, যাতে ইদ্দত শেষ হলে পরে বিবাহ বন্ধন আপনা-আপনিই ছিন্ন হয়ে যায়। একেই তালাকের উত্তম পদ্ধতি বলা হয়। এতে আরও সুবিধা হচ্ছে এই যে, এক তালাক দিলে পক্ষদ্বয় ইদতের মধ্যে ভাল-মন্দ বিবেচনা করার সুযোগ পায়। যদি তারা ভাল মনে করে, তবে তালাক প্রত্যাহার করলেই চলবে। আর ইদ্দত শেষ হয়ে গেলে যদিও বিবাহ ভঙ্গ হয়ে যায় এবং স্ত্রী বিবাহমুক্ত হয়ে যায়, তবুও সুযোগ থাকে যে, উভয়েই যদি ভাল মনে করে, তবে বিয়ের নবায়নই যথেষ্ট। কিন্তু কেউ যদি তালাকের উত্তম পন্থার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে এবং ইদ্দতের মধ্যেই আরও এক তালাক দিয়ে বসে, তবে সে বিবাহ ছিন্ন করার দ্বিতীয় পর্যায়ে এগিয়ে গেল, যদিও এর প্রয়োজন ছিল না। আর এ পদক্ষেপ শরীআতও পছন্দ করে না। তবে এ দু’টি স্তর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও বিষয়টি পূর্বের মতই রয়ে যায়। অর্থাৎ ইদ্দতের মধ্যে তালাক প্রত্যাহারের সুযোগ থাকে। আর ইদ্দত শেষ হলে উভয়পক্ষের ঐকমত্যে বিয়ের নবায়ন হতে পারে। পার্থক্য শুধু এই যে, দুই তালাক দেয়াতে স্বামী তার অধিকারের একাংশ হাতছাড়া করে ফেলে এবং এমন সীমারেখায় পদার্পণ করে যে, যদি আর এক তালাক দেয়, তবে চিরতরে নবায়নের এ পথ রুদ্ধ হয়ে যায়।

[২] এখানে একটি বিষয় খুব গুরুত্বের সাথে দেখা উচিত। তা হচ্ছে, যদি কোন ব্যক্তি নিজের তালাক দেয়া স্ত্রীকে নিছক নিজের জন্য হালাল করার উদ্দেশ্যে চক্রান্তমূলকভাবে কারো সাথে বিয়ে দিয়ে দেয় এবং প্রথম থেকে তার সাথে এই চুক্তি করে নেয় যে, বিয়ে করার পর সে তাকে তালাক দিয়ে দেবে, তাহলে এটা হবে একটি সম্পূর্ণ অবৈধ কাজ। এ ধরণের বিয়ে মোটেই হালাল বিয়ে বলে গণ্য হবে না। বরং এটি হবে নিছক একটি ব্যভিচার। আর এ ধরণের বিয়ে ও তালাকের মাধ্যমে কোন ক্রমেই তার সাবেক স্বামীর জন্য হালাল হয়ে যাবে না। প্রমূখ সাহাবাগণ নবী

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এক যোগে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি এভাবে তালাক দেয়া স্ত্রীদের যারা হালাল করে এবং যাদের মাধ্যমে হালাল করে তাদের উভয়ের উপর লা'নত বর্ষণ করেছেন। [মুসনাদে আহমাদঃ ১/৪৪৮, আবু দাউদঃ ২০৬২, তিরমিযীঃ ১১১৯, ১১২০]

সহীহ হাদীস থেকে জানা যায়, যদি কোন ব্যক্তি নিজের তালাক দেয়া স্ত্রীকে নিছক নিজের জন্য হালাল করার উদ্দেশ্যে চক্রান্তমূলকভাবে কারোর সাথে বিয়ে দিয়ে দেয় এবং প্রথম থেকে তার সাথে এই চুক্তি করে নেয় যে, বিয়ে করার পর সে তাকে তালাক দিয়ে দেবে, তাহলে এটা হবে একটি সম্পূর্ণ অবৈধ কাজ। এই ধরনের বিয়ে মোটেই বিয়ে বলে গণ্য হবে না। বরং এই হবে নিছক একটি ব্যভিচার। আর এই ধরনের বিয়ে ও তালাকের মাধ্যমে কোন ক্রমেই কোন মহিলা তার সাবেক স্বামীর জন্য হালাল হয়ে যাবে না। হযরত আলী (রা.), ইবনে মাসউদ (রা.), আবু হুরাইরা (রা.) ও উকবা ইবনে আমের (রা.) প্রমুখ সাহাবীগণ নবী সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে একযোগে রেওয়ায়াত করেছেন যে, তিনি এভাবে তালাক দেয়া স্ত্রীদের যারা হালাল করে এবং যাদের মাধ্যমে হালাল করা হয় তাদের উভয়ের ওপর লানত বর্ষন করেছেন।

আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. এক শব্দে বা এক বৈঠকে তিন তালাক দেয়া বিদআত, যা বৈধ নয়।
২. এক বৈঠকে তিন তালাক দিলে এক তালাক বলে গণ্য হবে।
৩. তিন তুহুরে অর্থাৎ তিন পবিত্রাবস্থায় সঠিকভাবে তিন তালাক দিলে স্ত্রী স্বামীর জন্য হারাম।
৪. খোলা তালাক শরীয়তসম্মত। তবে তা ন্যায়সঙ্গত কারণে হতে হবে।
৫. হিল্লা বিবাহ হারাম, যে করে এবং যার জন্য করা হয় উভয়ে অভিশপ্ত।